দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা- বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা

দিলীপ বড়ুয়া*

সারসংক্ষেপ

আলোচ্য প্রবন্ধে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, অর্থনৈতিক স্থবিরতা একটি সর্বাধিক আলোচিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমাংশে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কেন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও বাজারের অস্থিরতা, বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের গতিপ্রবাহ, মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব, দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পরবর্তীতে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির কারণসমূহ, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জাতীয় অর্থনীতিতে স্থবিরতা, বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে সরকারের পদক্ষেপ সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আর সবশেষে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও খাদ্য সংকট নিরসন কল্পে কিছু সুপারিশমালাসহ বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহবান জানানো হয়েছে।

ভূমিকা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, চট্টগ্রাম চ্যাপ্টার প্রথম দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, নির্বাচন ও সাধারণ সভা উপলক্ষ্যে দিনব্যাপী সেমিনারে এমন এক সময়ে প্রবন্ধ আহবান করেছে যখন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সাম্প্রতিক চ্যালেঞ্জসমূহের অন্যতম 'দ্রব্যমূল্য এর ঊর্ধ্বগতি' একটি বার্নিং ইস্যু হিসেবে আলোচিত। আমি এমন একটা আলোচিত বিষয় নিয়ে আমার প্রবন্ধ 'দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা- বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারের ভূমিকা' উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

বাংলাদেশের ৮৫-৯০ ভাগ মানুষ সীমিত আয়ের। এই স্বল্প আয়ের মানুষের জীবন-জীবিকার মৌলিক সমস্যাগুলোর অন্যতম সমস্যা হচ্ছে- দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি। প্রতিনিয়ত দরিদ্র মানুষ হচ্ছে নিঃস্ব, নিম্নমধ্যবিত্ত মানুষের জীবনমান দরিদ্র শ্রেণীতে নেমে যাচ্ছে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিম্নমধ্যবিত্তে রূপান্তরিত হচ্ছে। গত কয়েকমাসে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, গুড়ো দুধ, ভোজ্য তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে ৫০% এর ও বেশি বেড়েছে। সবচেয়ে নাজুক অবস্থায় পতিত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। বিশ্ববাজারে বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং এর ফলে দেশের বাজার ব্যবস্থা প্রভাবিত হওয়ায় গত এক বছরে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্য পন্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘঠেছে অস্বাভাবিক হারে। দ্রব্যমূল্য এর বৃদ্ধি ও খাদ্যমূল্যস্ফীতির ফলে দেশের নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণী, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণী ক্রমেই বিপদের দিকে ধাবিত হচ্ছে। জনজীবন হয়ে উঠছে দুর্বিসহ। প্রাত্যহিক ব্যয় মেটানো হয়ে পড়েছে কষ্টসাধ্য। এই পরিস্থিতিকে সামাল দিতে নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ প্রয়োজনীয় জিনিসের ব্যবহার কমিয়ে ব্যয় সংকুচিত করে জীবনধারণের চেষ্টা করছে। ফলে এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ঘিরে যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সেখানে নেমে এসেছে স্থবিরতা, মন্দা সব মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতির গতি প্রবাহে এক ধরণের স্থবিরতা নেমে এসেছে।

* অধ্যক্ষ, আই জি এম আই এস, চট্টগ্রাম

ডক্টর আকবর আলী খান দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন এবং বলেছেন দেশে 'নীরব দুর্ভিক্ষ' চলছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে খাদ্যপণ্য সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেছে। ফলে দেশের ২০-৩০ ভাগ মানুষ এখন নিয়মিত খেতে পায় না। দুর্ভিক্ষের সংজ্ঞায় কত শতাংশ জনগোষ্ঠী ক্ষুধার্ত পরিমাপ করা না গেলেও বাস্তবতার নিরিখে ড. খান এর বক্তব্যকে খন্ডনের কোন যুক্তি অসার প্রমাণিত হবে। সরকার ড. খান এর বক্তব্যকে অস্বীকার করেছে। কিন্তু যে খাদ্যভাব, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উচ্চ মূল্য যে বিদ্যমান, মানুষ যে কম খাচ্ছে বা খেতে পারছে না, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির কারনে ক্রয়সীমার মধ্যে খাদ্য দ্রব্য কিনতে পারছে না এটা যে বড় একটা সত্য তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। খাদ্য উপদেষ্টা ড. শওকত আলী বর্তমান খাদ্যসংকটের কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাকে বলছেন 'হিডেন হাঙ্গার' বা লুক্কায়িত ক্ষুধা। কিন্তু ক্ষুধাতো লুকানোর বস্তু নয়। তবে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী যে ক্ষুধার যন্ত্রনায় ছটপট করছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। দোকানে খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রী আছে। তাহলে মানুষ কেন কিনতে পারছে না। কারণ বেশী দামে সাধারণ মানুষের পক্ষে খাদ্য দ্রব্য কেনার ক্ষমতা নেই ক্রয় ক্ষমতার অভাবে। এক টেলিভিশন আলোচনায় খাদ্য সচিব দ্ব্যর্থহীনভাবে উপরোক্ত বক্তব্য অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। খাদ্য সচিব ও খাদ্য উপদেষ্টার বক্তব্য মেলাতে আমরা একটু গোলকধাঁধায় পড়েছে বৈকি। কারণ চালের মজুদ ও সরবরাহ আছে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও আছে। তবে 'হিডেন হাঙ্গার' কেন এই প্রশ্নটা সবার মনে উকি দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের গতি প্রবাহে বিশ্বায়ন বাদীরা মুক্তবাজার অর্থনীতির কথা বলে। মুক্তবাজারকে সংজ্ঞায়িত করলে আমরা মুক্তবাজার সর্ম্পকে অনুধাবন করতে পারি, মুক্তবাজার সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং দ্রব্যমূল্য ও উৎপাদনমূল্যে সমতা আসবে যার ফলে বিশ্ববাসী কমমূল্যে দ্রব্যাদি ভোগ করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে এটা হয় না হতেও পারে না। বাজার মুক্ত হলে আপত্তি নেই, কিন্তু বাস্তবে বাজার মুক্ত নয়। কারণ বাজারের নিয়ন্ত্রন মুনাফাখোরী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের হাতে থাকে। ভোক্তারা তাদের হাতের খেলার পুতুল। মুক্তবাজারে ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষিত নয় বরং ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে প্রধান্য দেয়া হয়। এতে করে মুনাফাখোরী উৎপাদক ও ব্যবসায়ীরা দ্রব্যমূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। সুতরাং মুক্তবাজার অর্থনীতি কখনো দরিদ্র বান্ধব নয়। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরের বাজেটে দ্রব্যমূল্য সহনীয় মাত্রায় নামিয়ে আনার ব্যাপারে জোরালো কোন কর্মকৌশল ছিলো না (তথ্যসূত্র)। আর অর্থ উপদেষ্টা নিজেই স্বীকার করেছিলেন দ্রব্যমূল্য কমার সম্ভাবনা কম, কারণ আর্ন্তজাতিক বাজারে খাদ্য ও দ্রব্যের মূল্য বেশী। সুতরাং ২০০৮-২০০৯ অথ্যবছরের বাজেটে দ্রব্যমূল্য, খাদ্যসংকট মোকাবেলার কর্মকৌশলের বাস্তবায়নের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ববাজারের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের দেশে দ্রব্যমূল্যের যে উর্ধ্বগতি, খাদ্যাভাব, কেন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও খাদ্য সংকটের কারণমূহ তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করা এবং এই লক্ষ্যসমূহকে কেন্দ্র করে উদ্দেশ্যসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

- দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি কেন?
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ
- দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিরোধ ও অর্থনৈতিক স্থবিরতা কাঠিয়ে উঠার কিছু সুপারিশমালা তৈরী করা।

পদ্ধতি ও তথ্যসংগ্রহ

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত তথ্য প্রধানতঃ মাধ্যমিক উৎস থেকে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উৎসগুলো হচ্ছে ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), সিপিডি, আলোচ্য বিষয়ের উপর প্রকাশিত দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন ধরণের প্রবন্ধ, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির 'সাময়িকী ২০০৭', প্রথম আলো, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেস, দৈনিক আজাদী' এর সহায়তা নেয়া হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ওয়েবসাইটের ও সহায়তা নেয়া হয়েছে।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কেন?

আর্ন্তজাতিক পন্যবাজার যেন বর্তমানে ৩০ বছর আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে, যখন মৌলিক খাদ্য পন্যের দাম অত্যধিক চড়া ছিল না, আবার খুব কমও ছিল না, কিন্তু ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী। অন্যদিকে বর্তমানে প্রধান প্রধান খাদ্যপন্যের মজুদ সর্বকালের সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে গেছে। এ অবস্থায় পর্যবক্ষেকমহল মনে করেন, বর্তমানে আমরা এমন এক নতুন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি যখন মজুদে ভঙ্গুঁর দশা আর দামে উর্ধ্বমুখী প্রবনতা চলছে। (তথ্যসূত্রঃ সিপিডি) বিশ্বখাদ্য সংস্থার কারিগরি সহযোগিতা বিষয়ক সহকারী হোসে সাম্পসি বলেন বাজার ঠিকমতো চলছে না। হাতেগোনা গুটি কয়েক নিয়ন্ত্রক সব কলকাটি নাড়ছে বলেই দাম বাড়ছে।

বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের গতিপ্রবাহ

খাদ্য পন্যের দাম বাড়ায় বিশ্বব্যাপী সহস্রাব্দের লক্ষ্য অর্জন (মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলস) পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে করছে বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ। তারা সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে, খাদ্যের দাম ১০ শতাংশ বাড়লে দারিদ্র্য বাড়ে ১ শতাংশ। আর্ন্তজাতিক বাজারে চাল, গম, ভুট্টাসহ প্রধান ভোগ্য পন্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়ে প্রায় দ্বিগুন হয়েছে। পাশাপাশি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ও একইভাবে বেড়েছে। দ্রব্যমূল্য তথ্য খাদ্যপন্যের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, আই এম এফ, বিশ্ববানিজ্য সংস্থা, সাহায্য সংস্থা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। যা বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টের বক্তব্য থেকে অনুমেয়। তিনি বলেছেন খাদ্যদ্রব্যের সংকটের ফলে পৃথিবীর ১০ কোটি মানুষ দরিদ্র অবস্থায় পরিণত হতে পারে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে গেছে অনেক, যার মারাত্নক প্রভাব পড়েছে জনজীবনে। মানুষের নৈমত্তিক চাহিদাগুলো অপূর্ণতায় থেকে যাচ্ছে। বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহে ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করেছে। খাদ্যদ্রব্য ক্রমেই দুস্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে।

বিশ্ববাজারে খাদ্যপন্য সামগ্রীর উচ্চমূল্য প্রবনতা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। এক বিশ্লেষনে দেখা গেছে, ২০১২ সাল পর্যন্ত দাম বাড়ার এই ধারা অব্যাহত থাকতে পারে। বিশ্ব্যাংকের এক জরিপে দেখা যায় খাদ্য ও জ্বালানির দাম বৃদ্ধিতে বিশ্বের ৩৩টি দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতার সৃষ্টি হতে পারে। এই দেশগুলো হচ্ছে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি বিষয়ক সংস্থা (ফাও) তথ্য প্রদান করেছে, চীনে খাদ্য দ্রব্যের দাম বেড়েছে ১৮ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্থানে ১৩ শতাংশ ল্যাটিন আমেরিকা, রাশিয়া ও ভারতে ১০ শতাংশের বেশী। বাংলাদেশে এক বছরে খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে দ্বিগুনেরও বেশি। কম আয়ের মানুষ দিনে এক বেলা খেয়ে জীবনধারণের চেষ্টা চালাচ্ছে। ইউরোপেও মূল্যস্ফীতির প্রভাব মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে শুরু করে শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রায় মারাত্নক প্রভাব ফেলেছে। গ্যাস, বিদ্যুত, রুটি, ডিম, দুধ প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধির ফলে আশংকাজনকভাবে ইউরোপে জীবনযাত্রারমান নিম্নমুখী।

এডিবি'র এক প্রতিবেদনে বলা হয় 'বিশ্ববাজারে খাদ্য ও খাদ্য-বর্হিভূত সামগ্রীর উচ্চ মূল্য এবং আভ্যন্তরীন খাদ্য শস্য উৎপাদনে ঘাটতি মূল্যস্ফীতিকে উর্ধ্বমুখী করেছে। বন্টন ও খুচরা পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা সংকট, মজুদদারি এবং আতংকিত হয়ে জিনিসপত্র কেনার প্রবনতা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বিশ্বঅর্থনীতির সার্বিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। এরকম পরিস্থিতিতে বিশ্বঅর্থনীতির গতি সার্বিকভাবে মন্থর হয়ে আসছে অর্থাৎ মন্দায় আক্রান্ত।

মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব ও দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি

দেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতির চাপ রয়েছে তা অনস্বীকার্য। আর্ন্তজাতিক বাজারে 'সরবরাহ ঘাটতি জনিত আঘাত' ও দ্রব্যমূল্য বাড়ার প্রবনতা আমাদের আভ্যন্তরীন বাজারে ও নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। তারসঙ্গে রয়েছে অবশ্যই স্থানীয় উৎপাদন ঘাটতি। এ কারণেই মূলত দেশের অর্থনীতির ওপর উচ্চমূল্যস্ফীতির চাপ তৈরি হয়েছে। এরপরও নিম্নলিখিত কারণে মূদ্রাস্ফীতির হার আশংকাজনকভাবে বেড়ে চলেছে।

১. কৃষিতে কম প্রবৃদ্ধি
২. বিশ্ববাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি
৩. জ্বালানির দাম বৃদ্ধি
৪. মুদ্রার অবমূল্যায়ন
৫. মুদ্রা সরবরাহের বৃদ্ধি
৬. বাজারে সিন্ডিকেটের দৌরাত্ম্য
৭. দূর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান।

বাজারে দ্রব্যমূল্যের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে সাধারণ মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির কারণে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে মুদ্রাস্ফীতির হার ডাবল ডিজিট অতিক্রম করলো। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক সমীক্ষায় মূদ্রাস্ফীতির হার ফেব্রুয়ারী ২০০৮ এ ছিলো ১০.১৬% খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিলো ১২.৭২%। মূদ্রাস্ফীতির করণ নির্ণয়ের জন্য টি সি বি বাজার পর্যবেক্ষন প্রক্রিয়া শুরু করে। এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীদের, মজুদদারীদের বিরুদ্ধে অভিযান এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দাভাব পারিলক্ষিত হয়। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী খাদ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং প্রতিবেশী দেশের মূল্যস্ফীতির প্রভাব ও আমাদের দেশের অর্থনীতির পরিবেশ প্রভাবিত হয়।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুসংহত করার প্রসয়াস চালাচ্ছেন। কিন্তু পাল্লা দিয়ে মূল্যস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। এক্ষেত্রে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন ও মূল্যস্ফীতির অন্যতম কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

মূদ্রাস্ফীতির কারণ হিসেবে টাকার সরবরাহের আধিক্য ও অনেকাংশে দায়ী। কারণ দ্রব্যের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় নিয়ামক এখনো টাকার সরবরাহ। যদি টাকার সরবরাহ বর্ধিত উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যায় তবে দ্রব্যমূল্য কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাড়তে থাকবে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে টাকার সরবরাহ বিশৃঙ্খলভাবে বেড়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে মূদ্রাস্ফীতি চাপ বেড়েছে এবং দ্রব্যমূল্য বেড়েছে লাগামহীনভাবে। (তথ্যসূত্র ঃ ডাঃ সা'দত হুসাইন, প্রথম আলো ৬/৬/০৮)

মুদ্রাস্ফীতির বৃদ্ধি ও তার প্রভাব খাদ্য দ্রব্য ও খাদ্যবর্হিভূত পন্যের ওপর যেভাবে বিস্তার লাভ করছে তা আমরা টিসি বি পরিচালিত জরীপ 'Consumer Price Index (CPI) and Inflation Rate' এ এর প্রতিফলন দেখতে পায়। Consumer Price Index এ ন্যাশনাল, রুরাল এবং আরবান এরিয়াতে খাদ্যদ্রব্যের Inflation rate বৃদ্ধির দিকে।

দ্রব্যমূল্যের বর্তমান অবস্থা

তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিরূপ পরিস্থিতিতে ক্ষমতা গ্রহণের পর হতে অধ্যাবধি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় খাদ্যপন্যের সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বেড়ে যাচ্ছে দিনদিন। কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন রকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় ছাড়া বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। সরকারী সূত্রে প্রকাশিত তথ্যে এবারের বোরো ধানের ফলন ১ কোটি ৬৫ লাখ টন থেকে ১ কোটি ৭৫ লাখ টন ধান উৎপাদনের সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ১ কোটি ৮০ লাখ টনের মতো ধান উৎপাদিত হয়েছে। ফলে বাজারে চালের সরবরাহ পর্যাপ্ত। কিন্তু চালের মূল্য কমছে না। যা বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত জরীপে মার্চ'০৮ এবং এপ্রিল' ০৮ মাসের চয়টি বিভাগীয় শহরের খোলাবাজার হতে সংগৃহীত নির্ধারিত

Table 1: Consumer Price Index (CPI) And Inflation Rate
(PointTo Point), (1995-96 = 100

CPI Classification	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007	2008	
					Dec	Jan	Feb
NATIONAL							
General index	143.90	153.23	164.21	176.06	193.25	192.39	192.81
Inflation	5.83	6.48	7.17	7.22	11.59	11.43	10.16
Food index	146.5	158.08	170.34	184.18	206.54	204.59	205.25
Inflation	6.93	7.91	7.76	8.12	14.46	14.2	12.72
Nonfood	141.03	147.14	156.56	165.79	175.91	176.59	176.69
Inflation	4.37	4.33	6.4	5.9	7.27	7.21	6.26
ALL RURAL							
General index	144.46	154.03	165.37	177.42	194.97	193.83	194.17
Inflation	5.77	6.62	7.36	7.3	11.63	11.49	10.18
Food index	145.22	156.82	168.77	182.18	203.8	201.71	202.21
Inflation	6.55	7.99	7.62	7.96	13.91	13.86	12.35
Nonfood	143.18	149.29	159.59	169.33	179.97	180.44	180.49
Inflation	4.47	4.27	6.9	6.1	7.52	7.25	6.28
All URBAN							
General index	142.54	151.29	161.39	172.73	189.06	188.88	189.51
Inflation	5.99	6.14	6.68	7.03	11.47	11.28	10.14
Food index	149.6	161.14	174.18	189.06	213.21	211.62	212.66
Inflation	7.8	7.71	8.09	8.54	15.77	15	13.59
Nonfood	135.8	141.9	149.2	157.17	166.03	167.22	16744
Inflation	4.14	4.49	5.14	5.34	6.62	7.1	6.23

ভোগ্যপন্যের খুচরা দর হতে অনুমেয়। চাউল, আটা, মসুর ডাল, সয়াবিন তেল, চিনি, লবন, আলু, পেঁয়াজ, গুড়োদুধ ও আরো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধির পর্যায়ে।

বোরো ধান কৃষকের ঘরে আসার পর বাজারে চালের মূল্য কেজি প্রতি ২/৩ টাকা কমলে ও দাম বর্তমানে আবার ও উর্ধ্বমুখী। চালের দাম এখনো ৩২ টাকা থেকে ৪২ টাকার মধ্যে স্থিতিশীল। চালের সরবরাহের অপ্রতুলতা যেহেতু মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী তেমনি অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধিতে ও এই পরিস্থিতি অনেকাংশে দায়ী। টিসিবি'র হিসাবে মোটা চাউলের দাম বেড়েছে ৪৬.৫১ শতাংশ এবং সরু চাউলের দাম বেড়েছে ৪০ শতাংশ। এর পাশাপাশি অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর দাম বেড়েছে আরো বেশী হারে। চাউলের বিকল্প খাদ্য হিসেবে আটা যেটার দাম বেড়েছে গত এক বছরে ৬৫ শতাংশ, ভোজ্যতেলের দাম বেড়েছে ৭২/৭৫ শতাংশ এবং ময়দা, মাংস, ডিম ও সবজীর দাম বেড়েছে অস্বাভাবিক হারে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনের আবশ্যকীয় জিনিসের দাম যেখানে বাড়তির দিকে সেখানে শুধুমাত্র চাউলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে মেতে থাকা এক পেশে ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। চাউলের মূল্য হ্রাসের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর দাম না কমালে চাষী, শ্রমিক, সাধারণ মানুসের জীবন জীবিকা অচল হয়ে পড়বে। সুতরাং এখনই প্রয়োজন উদ্যোগ গ্রহনের যাতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিয়ন্ত্রনে আনা যায়। সাম্প্রতিক জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, আগামী দশকেও খাদ্যের দাম কমবে না। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, খাদ্য দ্রব্যের দাম উচ্চ মূল্য থেকে কিছুটা কমলেও আগামী দশকে বাড়তি দাম থাকবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

ছয়টি বিভাগীয় শহরের খোলা বাজার হতে সংগৃহীত নির্ধারিত ভোগ্য পন্যের খুচরা দর

মাসঃ মার্চ, ২০০৮ (৪র্থ সপ্তাহ, ২৭/০৩/০৮)

ক্রঃ নং	দ্রব্যাদির নাম (স্পেসিফিকেশনসহ)	একক	সাপ্তাহিক খুচরা বাজার দর					
			ঢাকা (২৭/০৩/০৮)	রাজশাহী (২৭/০৩/০৮)	খুলনা (২৭/০৩/০৮)	বরিশাল (২৭/০৩/০৮)	চট্টগ্রাম (২৭/০৩/০৮)	সিলেট (২৭/০৩/০৮)
১	(ক) চাউল ঃ নাজিরশাইল/ মিনিকেট	কেজি	৪৩.৫০	৪০.০০	৪০.০০	৪৩.০০	৪২.০০	৪২.০০
	(খ) চাউল ঃ পাইজাম/ সমমানের	কেজি	৩৬.৩৩	৩৮.০০	৩৯.০০	৪১.০০	৩৯.০০	৪০.০০
	(গ) চাউল (মোটা), ইরি/ বোরো	কেজি	৩২.১৪	৩১.০০	৩২.০০	৩২.০০	৩৩.০০	৩৪.০০
২	আটা (প্যাকেট)	কেজি	৪৮.০৫	৪৩.০০	৪২.০০	৪৫.০০	৪৫.০০	৪৬.০০
৩	মসুর ডাল (দেশী)	কেজি	৯৬.০০	৮০.০০	৮০.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৯৬.০০
৪	সয়াবিন তেল	কেজি	৯৭.৮৪	৯৯.০০	৯৪.০০	৯৬.০০	৯৬.০০	৯৯.০০
৫	ডানো (৪০০ গ্রামের পলি প্যাকেট)	কেজি	২১১.০২	২১০.০০	২১০.০০	২১০.০০	২১২.০০	২১২.০০
৬	চিনি (দেশী)	কেজি	৩৭.০০	৩৭.০০	৩৫.০০	৩৯.০০	৩৮.০০	৪০.০০
৭	আলু (হল্যান্ড)	কেজি	১২.০০	১১.০০	১১.০০	১২.০০	১২.০০	১৩.০০
৮	পিঁয়াজ (দেশী)	কেজি	১৭.৮৬	১৫.০০	১৬.০০	১৪.০০	১৫.০০	১৪.০০
৯	লবণ (প্যাকেটকৃত, মোল্লা সল্ট	কেজি	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০	১২.০০

তথ্য সূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল একাউন্টিং ইউংয়ের মূল্য ও মজুরী শাখা (পরিদর্শিত বাজার ঃ নিউ-মার্কেট, আজমপুর বাজার, শনির আখড়া, ঠাটারী বাজার, নওয়াবগঞ্জ বাজার, মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেট, মিরপুর-১১ বাজার, রায়ের বাজার, গুলশান-১ বাজার, গোরান বাজার, ফকিরাপুল বাজার, মৌলভী বাজার) এবং বিভাগীয় শহরে অবস্থিত পরিসংখ্যান অফিস সমূহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো
পরিসংখ্যান ভবন, ই-২৭/এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

ছয়টি বিভাগীয় শহরের খোলা বাজার হতে সংগৃহীত নির্ধারিত ভোগ্য পন্যের খুচরা দর

মাসঃ , ২০০৮ (৩র্থ সপ্তাহ, ১৬/০৪/০৮)

ক্রঃ নং	দ্রব্যাদির নাম (স্পেসিফিকেশনসহ)	একক	সাপ্তাহিক খুচরা বাজার দর					
			ঢাকা (১৬/০৪/০৮)	রাজশাহী (১৬/০৪/০৮)	খুলনা (১৬/০৪/০৮)	বরিশাল (১৬/০৪/০৮)	চট্টগ্রাম (১৬/০৪/০৮)	সিলেট (১৬/০৪/০৮)
১	(ক) চাউল ঃ নাজিরশাইল/ মিনিকেট	কেজি	৪৩.৯২	৪০.০০	৪০.০০	৪৪.০০	৪২.০০	৪৩.০০
	(খ) চাউল ঃ পাইজাম/ সমমানের	কেজি	৩৭.৮৭	৩৮.০০	৩৭.০০	৪২.০০	৪০.০০	৩৮.০০
	(গ) চাউল (মোটা), ইরি/ বোরো	কেজি	৩৪.৫৪	৩৩.০০	৩৪.০০	৩৫.০০	৩৬.০০	৩৬.০০
২	আটা (প্যাকেট)	কেজি	৪৪.০০	৪৩.০০	৪৪.০০	৪৪.০০	৪৪.০০	৪৪.০০
৩	মসুর ডাল (দেশী)	কেজি	৯২.৪২	৮৬.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৮৮.০০	৯০.০০
৪	সয়াবিন তেল	কেজি	৯৮.৩৪	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৮.০০	৯৭.০০	৯৮.০০
৫	ডানো (৪০০ গ্রামের পলি প্যাকেট)	কেজি	২১৮.৪১	২১০.০০	২১৫.০০	২১০.০০	২১৪.০০	২২০.০০
৬	চিনি (দেশী)	কেজি	৩৭.৯২	৩৬.০০	৩৬.০০	৩৮.০০	৩৮.০০	৩৮.০০
৭	আলু (হল্যান্ড)	কেজি	১২.৫৮	১২.০০	১৩.০০	১৪.০০	১৩.০০	১৩.০০
৮	পিঁয়াজ (দেশী)	কেজি	১৯.৫০	১৬.০০	১৬.০০	১৬.০০	১৫.০০	১৪.০০
৯	লবণ (প্যাকেটকৃত, মোল্লা সল্ট)	কেজি	১২.০০	১২.০০	১৩.০০	১৩.০০	১২.০০	১২.০০

তথ্য সূত্র ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ন্যাশনাল একাউন্টিং ইউংয়ের মূল্য ও মজুরী শাখা (পরিদর্শিত বাজার ঃ নিউ-মার্কেট আজমপুর বাজার, শনির আখড়া, ঠাটারী বাজার।

গম, ভূট্টা, গুড়োদুধ সহ দ্রব্যের দাম ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। এতেই অনুমান করা যায় সামনের দিনগুলোতে আরো ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে ব্যবসা বাণিজ্যসহ জাতীয় অর্থনীতিতে স্থবিরতা

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত ঃ আর্ন্তজাতিক মূদ্রাতহবিল (আই এম এফ), সাহায্য সংস্থা ও ব্যবসায়ীদের ওপর নির্ভরশীল। সরকারকে সাধারণ জনগোষ্ঠীর জন্য আই এম এফ, মুনাফাখোরী ব্যবসায়ীদের সাথে সমুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় যাতে করে জাতীয় অর্থনীতির পরিবেশ অনুকুলে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেশের মানুষ জীবন-জীবিকা নিয়ে ভালভাবে বাঁচতে পারে। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি কঠিন সময়ে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ করে যখন দুর্নীতি সমাজ ব্যধিতে পরিণত হয়, রাজনীতিবিদদের সাথে সংলাপ ভেঙ্গে যায়, বুদ্ধিজীবি ও ব্যবসায়ী নেতাদের সমস্ত উদ্যোগ বিফলে পর্যবসিত হয়, বিদেশী কুটনীতিবিদরাও বাংলাদেশের ভবিষ্যত সমন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। এ পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছে। তারমধ্যে মূল্যস্ফীতির হার দ্রুত বেড়ে যাওয়া, খাদ্যভাব, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি। দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হওয়ায় ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে হাত গুটিয়ে নেয়, ব্যবসায়ীরা বিনিয়োগমুখী হচ্ছে না এবং গত দশমাসে কোন বিনিয়োগ হয়নি। অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। (তথ্যসূত্র ঃ মাহতাব উদ্দীন) যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্ছার তখন দুর্নতিবাজ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী একত্রিত হয়ে দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় যাতে বর্তমান টেকনোক্রেট সরকারের ওপর ব্যর্থতার দায় চাপে। এরি সাথে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থের লেনদেন কমিয়ে দেয়,

বিনিয়োগ বন্ধ হয়ে যায় অর্থাৎ অর্থ ব্যয়ে 'সংযম' প্রদর্শিত হয়। এর ফলে অর্থের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসা বানিজ্যে দেখা দেয় মন্দাভাব। দেশের অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। ফলে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীকে ঘিরে যে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তা বাধাগ্রস্থ হয় এবং অর্থনীতিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হয়। (তথ্যসূত্র ঃ এম.এইচ.খান) মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, মানুষের প্রকৃত আয় কমে যাওয়া, ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়া, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযানের ফলে ব্যবসা-বানিজ্যে ধ্বস, সিন্ডিকেট মূল্য সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য সব মিলিয়ে সামগ্রিক অর্থনীতিতে একরকম স্থবিরতা নেমে আসে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণসমূহ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির মূল কারণ হিসেবে জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বেড়ে যাওয়াকে বিশেষজ্ঞমহল মনে করেন। প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে প্রায় ২০ লাখ করে। এতে কৃষিজমি কমছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বাড়তি চাহিদা মেঠানের জন্য অন্তত সাড়ে তিন লাখ টন খাদ্য উৎপাদন বাড়াতে হবে। জনসংখ্যা বাড়ার কারণে খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেছে। সরবরাহের অপ্রতুলতায় দ্রব্যের দামের উর্ধ্বগতি। চলতি শতকের মাঝামাঝি সময়ের বিশ্বের জনসংখ্যা ৯০০ কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। এ ধরনের জনসংখ্যার চাপের ফলে ভবিষ্যতেও জমি, পানি, তেল ও খাদ্য সরবরাহের সংকট তথা বৈশ্বিক ভারসাম্যহীনতা দেখা দেবে। দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধির উপরোক্ত কারণ ছাড়াও আরো অনেক কারণ আছে যা নিম্নে বর্ণিত হলো।

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ওপর চাপ বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রভাবে জলবায়ু পরিবেশ পরিবর্তিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উষ্ণতা বৃদ্ধি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।
- জৈব জ্বালানি (ইথানল) উৎপাদনেও খাদ্যসংকট তীব্র হচ্ছে।
- মুদ্রাস্ফীতির দ্রুত বৃদ্ধিও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটা কারণ-
- সরবরাহের ঘাটতি ও মজুদকারী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য দুটোই দায়ী।
- আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্যহীনতা ঃ আয়স্তরের উপর বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। আয়ের সাথে ব্যয় বাড়ে এটা স্বাভাবিক। আমাদের মত অনুন্নত দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় খুব নিম্নস্তরেই থেকে যায়। আয় কম থাকায় মানুষ জীবনযাত্রার মান রক্ষার ন্যূনতম খাদ্যও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করতে পারছে না। (তথ্যসূত্র ঃ সরদার সৈয়দ আহমদ)
- মূল্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী দ্বারা বাজার নিয়ন্ত্রিত।
- বাজার চাহিদা- সরবরাহ মনিটরিং এ দুর্বলতা ও সরকারী গোডাউনে প্রয়োজনীয় খাদ্য মজুদের অপর্যাপ্ততা (তথ্যসূত্র ঃ কাজী খলীকুজ্জামান ও আবুল বারকাত)
- বিশ্বে খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি
- আর্ন্তজাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে পরিবহন ব্যয় বাড়বে ফলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বাড়বে।
- আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যের উর্ধ্বগতি।
- ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন।
- প্রতিবেশী দেশের খাদ্য ও দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা।

- দুটো বন্যা এবং ঘূর্নিঝড় 'সিডর' এর কারণে মূল্যবৃদ্ধি।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও রাজনীতিবিদদের অনৈক্য এর ফলে দেশে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি যা আর্ন্তজাতিক বাজারের চেয়েও বেশী।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও বাজার নিয়ন্ত্রনে সরকারের পদক্ষেপসমূহ

বর্তমানে দ্রব্যমূল্য উর্ধ্বগতি রোধ কল্পে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনের জন্য জরুরীভিত্তিতে সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা বাস্তবায়ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সরকারের পদক্ষেপসমূহ

- ও.এম.এস বা খোলা বাজারে খাদ্যদ্রব্য বিক্রির উদ্যোগ ঃ সরকার বর্তমান দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিকে রোধ করার মানসে বিডিআর কর্তৃক 'অপারেশন ডাল-ভাত' এবং খোলা বাজারে দ্রব্য বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।
- টিসিবি কর্তৃক পরিচালিত খোলাবাজারে চাল, ডাল, চিনি ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা।
- ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে খোলাবাজারে দ্রব্যসামগ্রী বিক্রিতে উদ্বুদ্ধকরণ ঃ পারটেক্স গ্রুপ, আবুল খায়ের গ্রুপ, মেঘনা গ্রুপ, পিএইচ,পি, ইমামগ্রুপ, এস আলম গ্রুপ, মোস্তফা গ্রুপ তাদের দ্রব্য জনসাধারণের কাছে কমমূল্যে (উৎপাদন মূল্যে) খোলাবাজারে বিক্রি করছে।
- সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পাইকারী মূল্য তালিকা দেশের সিটি কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটিতে সরবরাহ করেছে।
- বাজারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে সরকার বাজার পর্যবেক্ষন/বাজার নজরদারির ব্যবস্থা নিয়েছে।
- সরকার চাল, গম হতে ৫% আমদানী শুল্ক রহিত করেছে এবং আরো কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপর হতে আমদানী শুল্ক রহিতের সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে।
- মজুদদার, মুনাফাখোর ও সিন্ডিকেট মূল্য সন্ত্রাসীদের নিরুৎসাহিত করার জন্য নিয়মনীতি তৈরী।
- সরকার ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটে সরকারী কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।
- নতুন অর্থবছরের বাজেটে খাদ্য, জ্বালানি তেল, সারসহ অন্যান্য খাতে ভর্তুকি বাড়ানো হবে।
- বর্তমান সময়ে দেশের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ট মানুষের ধ্যান সমস্যা খাদ্যভাব ও দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি। খাদ্যাভাব ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে সরকার বদ্ধপরিকর এবং দ্রব্য মূল্যের বৃদ্ধিকে ঠেকানোর জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণ কিছু সুপারিশ

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রনের লক্ষ্যে দেশের তথা সরকারের বিবেচনার জন্য কিছু সুপারিশমূলক প্রস্তাব উপস্থাপন করার প্রয়াস নিচ্ছি। বাস্তবতার নিরিখে সুপারিশসমূহ বিবেচনায় এনে দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রনে সরকার সচেষ্ট থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সুপারিশ সমূহ ঃ

- দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদদের সহায়তা প্রয়োজন।
- মূদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রন।
- সরকারকে বাজার পর্যবেক্ষন ও নিয়ন্ত্রনে কঠোর ভূমিকা রাখতে হবে।
- সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানীতে শুল্ক প্রত্যাহার করলে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। (বতমানে চাল ও গম আমদানীতে শূন্য শুল্ক হার বিদ্যমান)
- বাজার নজরদারী শক্তিশালী করা।

বাজার নজরদারীর জন্য সরকার শক্তিশালী একটি এজেন্সী Department of Market Surveillance (DMS) নিয়োগ করতে পারে (তথ্যসূত্রঃ সিপিডি)।

- কৃষিজাত পন্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস ঃ কৃষিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি করে জ্বালানির (ডিজেল) সাশ্রয় করতে পারে। (তথ্যসূত্র ঃ সিপিডি)
- কৃষিতে বিদ্যুৎ ব্যবহারে ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করতে পারে।
- কৃষিতে সার, বীজ ইত্যাদিতে ভর্তুকি ব্যবস্থা চালু করা।
- স্বল্পমূল্যে খাদ্য বিক্রির ব্যবস্থা করা ঃ সরকার নিয়মিত টিসিবি কর্তৃক নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের খোলাবাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারে।
- সরকারী জাতীয় মজুদনীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে পারে। পর্যাপ্ত মজুদ সরকারী ভান্ডারে থাকলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেলে জরুরীভিত্তিতে বাজারে খাদ্য ও দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করলে বাজার নিয়ন্ত্রনে থাকার সম্ভাবনা থাকে।
- কৃত্রিম দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি প্রতিহত করা ঃ বিশেষ করে অসাধু ব্যবসায়ী মজুদদার, সিন্ডিকেট মুনাফাখোরীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা ঃ কর্মসংস্থানের অভাবে মানুষের আয় হ্রাস পায়। তাই কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে হবে।
- বহুমুখী ফসল উৎপাদন ঃ ধানের পাশাপাশি গম, আলূ, মরিচ, সরিষা, পেঁয়াজ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য কৃষিজীবিদের উৎসাহিত করা।
- আমদানীকারক কর্তৃক আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রী বন্দর থেকে খালাস করার পর বাজারজাত করন ঃ আমদানীকৃত দ্রব্যসামগ্রী বন্দর হতে খালাসের পর দ্রুত বাজারজাত করণে ব্যবসায়ীদের সরকারের নির্দেশনা।
- অর্থনৈতিক সুশাসন প্রতিষ্টা জরুরী।

উপসংহার

বাংলাদেশের অর্থনীতি খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধি, উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ, বিদ্যুৎ, গ্যাস নিয়ে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধির কারণে জনগণের প্রকৃত আয় কমে গেছে ৩৬ দশমিক ৭ শতাংশ। (তথ্যসূত্র ঃ সিপিডি) দরিদ্র এই মানুষগুলোর মোট আয়ের ৪৫ দশমিক ৬ শতাংশ

ব্যয় হয় চাল কিনতে। মার্চ পর্যন্ত চালের দাম বেড়েছে ৬৬ দশমিক ৯ শতাংশ। এই হিসেবে শুধু চাল কেনার জন্যই প্রকৃত আয় কমেছে ৩০ দশমিক ৫ শতাংশ এবং বাকী ৬ দশমিক ২ শতাংশ কমেছে অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যপন্যের দাম বৃদ্ধির কারণে (সূত্র ঃ সিপিডি)। সিপিডির হিসেব মতে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে ২৫ লাখ পরিবার নতুন করে দারিদ্র্য সীমার নীচে নেমে গেছে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করা মানুষের হার ৪০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৪৮ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং এখনই সময় বাজার নিয়ন্ত্রন করে খাদ্যপণ্যও আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য কমিয়ে আনা। এক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার সাথে স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ণ করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ সরকারকেই নিতে হবে। নইলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘঠার আশংকা থেকে যায়।

সাধারণত ঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে দ্রব্যের মূল্য কমে আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। রাতারাতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পেছনে অসৎ ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্য প্রনোদিত সময় ক্ষেপন ও অনেকাংশে দায়ী। কারণ যারা বিভিন্ন দ্রব্য আমদানী করেন তারা যদি বন্দর হতে পন্য খালাস করার পর বাজারে ছেড়ে দেয় তাহলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবার কথা নয়। পন্যদ্রব্য যতই আমদানী হোক না কেন তা যদি বাজারজাত করা না হয়ে গুদামজাত করে রাখা হয় তাহলে দ্রব্যমূল্য হ্রাস করা অসম্ভব ব্যাপার। সরকার ব্যবসায়ীদের পন্য আমদানীর জন্য যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা প্রদান করছে। কিন্তু ব্যবসায়ীরা সেসব সুযোগ সুবিধা নিয়ে কি দায়িত্ব পালন করছে? ব্যবসায়ীরা আমদানীকৃত পন্য খালাস করার কতদিন পর বাজারজাত করছে এসব বিষয়ে সরকারকে মনিটরিং করতে হবে। দরকার হলে শক্তিশালী সার্ভিলেন্স টীমকে দায়িত্ব দিতে হবে। মজুদদার, মূল্যসন্ত্রাসী সিন্ডিকেট ব্যবসায়দিের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে শাস্তির বিধান রাখতে হবে তাহলেই বাজারে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রনে আসবে।

অর্থউপদেষ্ঠার সামপ্রতিক বক্তব্য থেকে এটা এখন পরিস্কার যে, সরকার নতুন বাজেটে সীমিত আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিচ্ছেন। কারণ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিতে সীমিত আয়ের মানুষ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। কারণ এসব সীমিত আয়ের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়েনি। ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা বাড়ানোর ঘোষনা থাকবে বলে অর্থউপদেষ্ঠা উল্লেখ করেছেন এবং এ ও উল্লেখ করেছেন বেসরকারি পর্যায়ে চাকরিজীবিদের বেতন ভাতা বাড়াতে ও বাজেটে দিক নির্দেশনা থাকবে। এছাড়াও খাদ্য, জ্বালানি, তেল, সারসহ অন্যান্য খাতে ভর্তুকি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ বাজেটে ভর্তুকির পরিমাণ ১৩ হাজার কোটি টাকা। (তথ্যসূত্র ঃ প্রথম আলো ৬/৬/০৮)

সরকার যে পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে তাতে খাদ্যাভাব, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনীতিতে যে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে তা ধীরে ধীরে কাঠিয়ে উঠতে পারবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সামনের দিনগুলোতে সরকারের কাছে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর প্রত্যাশা থাকবে যাতে খাদ্যসংকট, দ্রব্যমূল্যের বৃদ্ধিতে দেশের সাধারণ মানুষ কষ্ট না পায়, দেশ তবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, অর্থনীতির ভিত্তি হবে মজবুত, প্রবৃদ্ধি হবে লক্ষ্যমাত্রার চাইতে বেশী, ব্যবসা-বাণিজ্যে আসবে অফুরন্ত গতি, সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয়ও ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং সামগ্রিক অর্থনীতির গতি প্রবাহে আসবে নব্য ধারা যা দেশের তথা সমগ্র জাতির কল্যান বয়ে আনবে।

সবশেষে অর্থনীতির ছাত্র হিসেবে মাননীয় অর্থ-উপদেষ্ঠার সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে চাই দেশের মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখে উন্নয়ন চিন্তা অর্থহীন, আমাদের সবার দৃষ্টি দেওয়া উচিত সাধারণ মানুষ যাতে অভুক্ত না থাকে, এর পরে উন্নয়ন।

রেফারেন্স

১। Price of daily essentials: A diagnostic study of recent trends- CPD.

২। 'সাময়িকী' ২০০৭ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।

৩। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (বিবিএস)।

৪। 'দৈনিক প্রথম আলো'।

৫। 'দৈনিক আজাদী'।

৬। Daily Financial Express'.

৭। বাংলাদেশ সরকারের ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট উত্তর প্রতিক্রিয়া- সুপারিশ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কার্যনির্বাহক কমিটির পক্ষে- কাজী খলীকুজ্জামান আবুল বারকাত।

৮। দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রনে ব্যর্থতা আনতে পারে বিপর্যয়- এডঃ মোহাম্মদ জিয়া উদ্দিন রানা।

৯। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও ব্যবসা-বানিজ্যে স্থবিরতা- এম.এইচ খান।

১০। বার্তা সংস্থা বিবিসি।

১১। The Riddle of Price Hike- Md. Mahtab Uddin.

১২। বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশের অর্থনীতি- সরদার সৈয়দ আহমদ 'সাময়িকী' ২০০৭ বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি।